ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫৭৪
আগরতলা, ১৪ জুলাই, ২০২৬

তিনটি দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মৎস্যমন্ত্রী
বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ণের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার হাজার হাজার পরিবার আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ পয়েছে

প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্য এবং তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তর রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা যেন প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে সময়মতো পৌঁছে দেওয়া যায় সে বিষয়ে সকলকে আরও বেশি আন্তরিক ও দায়িত্বশীল হতে হবে। আজ সোনারতরী রাজ্য অতিথিশালায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্য এবং তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলির পশ্চিম জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস।

তিনটি দপ্তরের কাজের পর্যালোচনায় তিনি বলেন, প্রাণীপালন, দুগ্ধ উৎপাদন, হাঁস-মোরগ পালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি প্রকল্প বাস্তবায়ণের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার হাজার হাজার পরিবার আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তিনি বলেন, সঠিক সুবিধাভোগী নির্বাচনের মাধ্যমে এবং তাদের উৎসাহিত করে ডিম, দুধ এবং মাংসের উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। প্রাণীপালনে আরও উৎসাহিত করতে হবে। রাজ্যের মাছের চাহিদা পূরণে মাছ উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। এর জন্য মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সময়মতো পৌঁছে দিতে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। চলতি অর্থবছরে এই তিনটি দপ্তরে যেসব উন্নয়নমূলক কাজের রূপরেখা স্থির করা হয়েছিল সেগুলি সময়মতো রূপায়ণ করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

পর্যালোচনা সভায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়নের বিষয়ে আলোচনা করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, বিধায়ক অন্তরা সরকার (দেব), জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন টিটিএএডিসি'র এমডিসিগণ, বিএসি এবং পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, বিভিন্ন পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সনগন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার তিনটি মহকুমার মহকুমা শাসকগণ নিজ নিজ মহকুমার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ণের তথ্য তুলে ধরেন। তিনটি দপ্তরের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দপ্তরের কর্মসূচিগুলি পর্যালোচনা সভায় তুলে ধরেন।

*****